দৈনিক বাংলা

তারিখ ০৮-০৬-১৯৯৭ পৃ: ৫ কলাম ৬-৭

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফি কত— কে তা নির্ধারণ করে?

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের পালা শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের পালা। তবে অনেক লেখালেখির পরেও এ ফি দাখিলের ঘাপলা আর শেষ হল না।

ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের অভিযোগ হচ্ছে, প্রতিটি স্কুল এবং কলেজ ফি-এর নামে অনেক বেশী টাকা নিচ্ছে। কোন কোন এলাকায় জমিজমা বিক্রি করে ছাত্রদের এ টাকা সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

তাদের বক্তব্য হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার জন্য বোর্ড নির্ধারিত ফি অন্যান্য সকল ফিসহ ৫শ' থেকে ৬শ' টাকার বেশী নয়। অথচ প্রতিটি স্কুলে এক হাজার থেকে তিন হাজার পর্যন্ত টাকা নেয়া হচ্ছে এই ফি বাবদ। স্কুলে স্কুলে কোচিং ফি, লাইব্রেরী ফি, ম্যাগাজিন ফি, খেলাধুলা ফি-এর নামে বাড়তি টাকা নেয়া হচ্ছে। অথচ গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে ম্যাগাজিন, লাইব্রেরী বা খেলাধুলার তেমন কোন পাত্তা নেই।

অভিভাবকদের মতে পরীক্ষার ফি দাখিল হচ্ছে বিশেষ করে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের একটি পাওয়ার মৌসুম। অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলে সারা বছর ছাত্র বেতন হয় না। শিক্ষকদের নির্ভর করতে হয় সরকারী আর্থিক সাহায্যের ওপর। সরকার থেকে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ওটাই শিক্ষকদের মাসিক বেতন। এই বেতনে তারা অতিকষ্টে সংসার চালায়; ধারদেনা করে পরীক্ষার ফি দাখিলের সময় তারা বাড়তি কিছু টাকা নিয়ে সাংবৎসরিক ধার দেনা মিটিয়ে দেয়।

অভিভাবকদের অভিযোগ হচ্ছে- ছাত্রদের ফি দাখিলের সময় পরবর্তী বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ছ'মাসের বেতন দিতে হয়। তখন তারা স্কুলের ক্লাসে আসে না এবং ঐ ছ'মাসের বেতন দেবার জন্য নিশ্চয়ই তারা আশা করতে পারে যে কোচিং এর জন্য নতুন টাকা না নিয়ে ঐ ছ'মাসের বেতনের বিনিময়েই তাদের কোচিং করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য এবং এটাই অতীতে ঘটত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঐ ছ'মাসের বেতন দেবার পরেও পরীক্ষা পর্যন্ত কোচিং-এর জন্য একটি বড় অংকের টাকা দিতে হয় ছাত্রদের। ফলে ফি-এর টাকার অংক বৃদ্ধি পায় অপ্রত্যাশিতভাবে।

অভিভাবকদের বক্তব্য হচ্ছে, পরীক্ষার পূর্বে কোচিং নেয়া প্রতিটি ছাত্রের বা অভিভাবকদের নিজস্ব ব্যাপার। এটা কিছুতেই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। যার টাকা নেই বা যে নিজে শিক্ষক রেখে ভিন্নভাবে পড়তে চায় সে কেন ফি দাখিলের সময় কোচিং ফি দেবে তা কারো কাছে বোধগম্য নয়। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষ কোচিং ফি দেয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। কোচিং ফি না দিলে ফরম পূরণ করা যাবে না? এটা কি বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের উপর জুলুম নয়।

এরপর আছে টেস্টে এলাউ এবং টাকার অংকের হেরফের। আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে এসএসসি'র পরীক্ষায় টেস্ট পরীক্ষার পর দু'তিন দফায় ছাত্রদের এলাউ করে থাকে। এর নাম হচ্ছে ফার্স্ট কল, সেকেন্ড কল এবং থার্ড কল। সকল বিষয়ে যারা পাস করে তাদের প্রথম কল। এক বিষয়ে ফেল করলে দ্বিতীয় কল। আর তৃতীয় কলে থাকে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা। তবে এই কলের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে টাকার অংকে। প্রথম কলে এলাউ হলে ফি হতে পারে এক হাজার টাকা, দ্বিতীয় কলে ১৫০০ টাকা। তৃতীয় কলে আরও বেশী।

কিন্তু টাকার অংকে এই শ্রেণী বিভাগ কেন। সকলেরই নিশ্চয় ধারণা হবে যে এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রদের বিশেষভাবে কোচিং এর জন্য হয়ত এই বাড়তি টাকা নেয়া হয় এবং সেটাই প্রত্যাশিত, কিন্তু এ প্রত্যাশা আদৌ সত্য নয়। এ বাড়তি টাকা হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষের একটি মৌসুমী আয়।

তবে এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে যে সকল স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে তাদের নিজস্ব বক্তব্য আছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে নির্ধারিত কেন্দ্র ফি'তে পরীক্ষা চালান যায় না। পুলিশ পাহারা থেকে পরিদর্শক পর্যন্ত এবং বড় ধরনের কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন করতে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এরপর আছে বোর্ড অফিস থেকে প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার খাতা আনা-নেয়া। এ জন্য কোন খাতে কোন বরাদ্দ নেই। অথচ পরীক্ষা কেন্দ্রের স্কুল কর্তৃপক্ষকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু এ টাকা কে দেবে। কোত্থেকে আসবে। বাধ্য হয়ে এ টাকাও ছাত্রদের 'ফি' নেবার সময় আদায় করতে হয়। অর্থাৎ সবকিছুর জন্যই অভিভাবকদের উপর চাপ পড়ে।

তাই আমরা বার বার লিখেছি এ নিয়ে একটি ফয়সালা হোক- আমাদের সুপারিশ হচ্ছে (১) বাড়তি অর্থবহ নয়, এমন কোন ফি নেয়া চলবে না, (২) পরীক্ষার সকল দায় দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের এবং বোর্ডই সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের আইনসম্মত বিধি ব্যবস্থা করবে। ব্যবস্থা করবে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র আনা নেয়ার। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা বোর্ডকেই করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র বা স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর এ দায়িত্ব দেয়া হলে অবাঞ্ছিত অভিযোগ উঠবেই এবং উঠছে দীর্ঘদিন ধরে।

সবচে দুঃখের হচ্ছে এই বাড়তি 'ফি' নেবার ব্যাধি সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। সরকারী স্কুলেও বাড়তি ফি নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন খাতের নামে। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর শহরের স্কুলগুলির বোর্ড অফিসে যাওয়া-আসার ব্যয় তেমন না হলেও তারাও নানা অজুহাতে বাড়তি টাকা নিচ্ছে। আর জেলা এবং থানা শিক্ষক সমিতিগুলি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবারের পরীক্ষার ফি কত হবে। সকল স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেই সিদ্ধান্ত মানতে হচ্ছে।

তাহলে পরীক্ষার ফি কে নির্ধারণ করে। কিভাবে। সে ফি-এর পরিমাণ কত। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ তথ্য আমাদের জানালে বাধিত হব। কারণ ছাপার অক্ষরে তাদের পাঠানো নির্দেশ কোন স্কুলে মানা হচ্ছে না। শুধু এসএসসি নয়, এইচএসসিতেও একই ঘটনা ঘটবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি বলেন।

আজকের শেষ কথা হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষার ফি সম্পর্কে এ বছর হয়ত কিছু করার মত সময় নেই। কারণ ফি দেয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবার কিছু করার আছে পরীক্ষার সময়। একটি বারের মত হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হাল কি করে ব্যয় নির্বাহ করা হয় বা কি করে এ ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। আমার ধারণা এ সমস্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন। অন্যথায় প্রতিবার একই ঘটনা ঘটতে থাকবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেয়া হবে। অনিবার্য কারণে লংঘিত হবে পরীক্ষার 'ফি' সম্পর্কে বোর্ডের নির্দেশ।

তবে এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফি সম্পর্কে ইচ্ছা হলে এখনো বোর্ড কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। কলেজগুলিকে কঠিন নির্দেশ দিতে পারেন নির্ধারিত ফি গ্রহণের জন্য। অন্যথায় বোর্ডের নির্দেশ লংঘনের দায়ে ব্যবস্থা নিয়া যেতে পারেন সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে। এ ক্ষেত্রে কলেজের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কোন আর্থিক সংকট থাকলে সে সমস্যা সমাধানের পরই বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন।

মোট কথা, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দাবী হচ্ছে স্কুল-কলেজগুলিকে বোর্ড নির্ধারিত ফি-ই নিতে হবে। বাড়তি খরচের প্রশ্নটি বোর্ডের সাথে আলোচনা করেই ফয়সালা করতে হবে, ছাত্রদের উপর এ বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়া চলবে না।

—নির্মল সেন